এক অবিস্মরণীয় পরিবার

অশোক কুমার রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় তথা ইংলণ্ডীয় সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে এক বিরাট নবজাগরণ দেখা দেয়। এই নবজাগরণের ফলে এখানকার মানুষের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা - সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আচারব্যবহার রীতিনীতির সঙ্গে চিন্তাধারা, যুক্তি, জিজ্ঞাসা, মনন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই চিত্তমুক্তি ঘটে ও জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। এই জাগরণ কেবল মাত্র ধর্মীয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই দেখা দেয়নি, তা ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সাহিত্যে, চা - কা শিল্প কলার ক্ষেত্রেও। এই নব জাগরণের ফলে ব াঙলা সাহিত্য ও চা - কা - শিল্পকলার এক অভিনব রূপ লাভ করলো।

যাঁদের অবিস্মরণীয় দানে এ দেশে নবজাগরণের (রেনেসাঁ) সূচনা হয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাধানগরের রাজা রামমোহন। অন্যরা ছিলেন যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ, জাতীয়ত াবাদের মন্ত্রগুু ঋষিবঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন, বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক, সম াজ সংস্কারক ও নারী শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ সময়েই বাংলার মৈমনসিংহ জেলার এক নিভৃত পল্লী মসুয়ার পুবের বাড়ীর প্রখ্যাত সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ ও কবি কালীনাথ র ায়ের (শ্যামসুন্দর নামে খ্যাত) পুত্রেরা পুথিগত শিক্ষার সঙ্গে কলা ও সংস্কৃতির সাধনায় এক অসামান্য অবদান রাখেন যা' আমাদের আজও বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে।

অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৈমনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামের রায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। বংশগত উপাধি ছিল দেব। প্রায় ৫০০ বছর আগে এই বংশের রামসুন্দর দেব চাকদহ থেকে ভ াগ্য পরিবর্তনের আশায় পূর্ববাংলায় যান ও কালক্রমে মুসলমান শাসকদের দরবারে কর্মকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ জ ায়গীর ও রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। মসুয়ার রায়দের বাড়ি বলতে পাশাপাশি দুটি বাড়ি ছিল। পশ্চিমের বাড়ির কর্তার ন াম ছিল হরিকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি মৈমনসিংহে আইন ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন ও মসুয়ার কাছাকা ছি অঞ্চলে বিরাট সম্পত্তি ও জমিদারী কেনেন। হরিকিশোরের অনেকদিন কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি পুবের ব াড়ীর জ্ঞাতিভ্রাতা কালীনাথের ৫ বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জনকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন ও নামকরণ করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। যদিও এই দত্তক নেবার দু'বছর বাদেই হরিকিশোরের এক পুত্র নরেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয় (১৮৭০ - ১৯৩০)। আর পুবের বাড়ীর কর্তা ছিলেন পূর্বে উল্লেখিত কালীনাথ রায়।

কালীনাথের পিতা লোকনাথ রায় রূপে, গুণে, পাণ্ডিত্যে প্রতিভায় খ্যাত ও জমিদারী জরিপের কাজে দক্ষ ছিলেন। তন্ত্রস াধনায় তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। জমিদারী জরিপের কাজ তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকাকালীন জমিদারের অন্যায় প্রভাব তাঁর মনকে একেবারেই কর্ম বিমুখ করে ও তন্ত্রসাধনায় গভীর ভাবে ডুবে যান। পিতা রামকান্ত ইতিমধ্যে কৃষ্ণমণি নামে এক সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। তবু লোকনাথের মনের কোন পরিবর্তন না হওয়াতে পিতা তাঁর সাধনার ড ামর গ্রন্থ, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দেন। সেই আঘাতে লোকনাথ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং তিন দিনের দিন বত্রিশ বছর বয়সে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। লোকনাথ - কৃষ্ণমণির একমাত্র পুত্র হল পূর্বে উল্লিখিত কালীনাথ।

কালীনাথ ওরফে শ্যামসুন্দর মুন্সীর পাঁচ পুত্র তিন কন্যা। স্ত্রী জয়তারা দেবী। জ্যেষ্ঠ- সারদারঞ্জন, দ্বিতীয় -- কামদারঞ্জন (কাকা হরিকিশোর রায় চৌধুরী দত্তক নিলে নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) তৃতীয় - মুক্তিদারঞ্জন, চতুর্থ -- কুলদ ারঞ্জন, পঞ্চম -- প্রমদারঞ্জন ও গিরিবালা, ষোড়শী ও মৃণালিনী।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী - জন্ম ১২ মে, ১৮৬৩ মসুয়া পুবের বাড়ি। মৃত্যু - ২০ ডিসেম্বর, ১৯১৫ কলকাতার ১০০ গড়পাড় রোডের বাড়িতে। মৈমনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ষোল বছর বয়সে ১৮৭৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ. পড়েন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরেই তিনি মনীষী আনন্দমোহন বসুর সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে বিধুমুখী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শিশুদের উপযোগী কাহিনী, রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনা করেন তিনি শিশুসাহিত্যে নানা দিকনির্দেশ করেন! তাঁর রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ,' 'ছেলেদের মহাভারত', সেকেলের কথা, টুনটুনির বই, গুপি গাইন ও বাঘাবাইন ইত্যাদি গ্রন্থে নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ লক্ষণীয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কৌতুকরসে কিশোর চিত্তে এক অনাস্বাদিত - অনবদ্য জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা আজও ছেটোদের পত্রিকা জগতে শীর্ষস্থানীয় ও আদর্শরূপে স্বীকৃত। সঙ্গীতজগতেরও তাঁর অসাধারণ দান আছে। পাখোয়াজ, বাঁশী, হারমোনিয়াম, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের তিনি একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তিনি বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত ''জাগো পুরোবাসী'' এখনো ব্রাহ্ম - সমাজ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। সাধনা ও প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর অনেক সঙ্গীত বিষয়ক অনুষ্ঠানে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গীতবিদ্যার মত চিত্র-বিদ্যাতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতাছিল। তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী শুধু তাঁর নিজের গ্রন্থে ও সন্দেশ পত্রিকাতেই ব্যবহৃত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের ও সীতা দেবী, শান্তা দেবীর গ্রন্থের সঙ্গেও প্রকাশিত হয়েছে।

নানা রঙের হাফটোন ছবি ছাপায় বর্তমান কাল যে উৎকর্ষ অর্জন করেছে তার মূলেও রয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের অসামান্য অবদান। এ বিষয়ে তিনি বিশ্বের অন্যতম ও ভরতে পথিকৃৎ লা যায়। তাঁর গবেষণালব্ধ অনেক রীতি পাশ্চাত্য দেশেও গৃহীত হয়েছে।

সারদারঞ্জন রায় - জন্ম ১২, ২, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ মসুয়া পুবের বাড়ি। মৃত্যু - ১৫-৭-১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কলকাতায়। মৈমনসিংহ জেলাস্কুল থেকে বৃত্তি সহ এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে এম. এ. পাঠকালে গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতে এম. এ. ও পড়েন ও সংস্কৃত ও গণিত উভয় বিষয়েইএম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে আসীন ছিলেন। উচচতর গণিত গ্রন্থ রচনার সঙ্গে রঘুবংশম্, ভট্টিকাব্যম্, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, কিরাত, মুদ্রা রাক্ষস রত্নাবলী ইত্যাদি বহুপ্রাচীন গ্রন্থের মোলিক ব্যাখ্যা রচনা করেন -- যা' বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য ছিল। তাঁর রচিত পাণিনি ব্যাকরণের একটি ইংরাজি সংস্করণ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ক্রিকেট খেলায় সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছিল। বাংলায় তিনি ক্রিকেট খেলার জনক বলে পরিচিত। তাঁরই প্রেরণায় অনুজ মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমোদারঞ্জন ও ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রকিশোর (নরেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) --- ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারী ও আই. এফ. এর সদস্য ও ভাগ্নে কার্ত্তিক বসু (মৃণালিনীর পুত্র ঃ একদা বিখ্যাতক্রিকেট খেলোয়াড়) ক্রিকেট খেলায় সর্বভারতীয় স্তরে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

মুক্তিদারঞ্জন রায় -- গণিতের অধ্যাপক ছিলেন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে। গণিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা প্রবাদে পরিণত হয়। জ্যেষ্ঠ সহোদর সারদারঞ্জনের আদর্শে ও ধর্ম বিশ্বাসে তিনি আজীবন অনুগত ছিলেন। ক্রিকেট খেলায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা বহুজনের স্মৃতির কথায় পাওয়া যায়। মুক্তিদারঞ্জনের পুত্রদের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন ও নীরজারঞ্জন রায় ক্রিকেট খেলায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কুলদারঞ্জন রায় -- জন্ম ১৮৭৮ মসুয়া পুবের বাড়ি। মৃত্যু - ১৯৫০ কলকাতায়। খ্যাতনামা আলোকচিত্র শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, শিশু সাহিত্যিক ও ক্রীড়াবিদ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার সরকারী চা - কা মহাবিদ্যলয়ে শিক্ষালাভ করে পরবর্তীকালে প্রতিকৃতি অঙ্কন (তৈলচিত্র) ক্যামেরা ফটোর থেকে প্রোট্রেট রঙ্গীন বৃহদাকার প্রস্তুতে তিনি তাঁর সমসাময়িক কালেরশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রেরণায় শিশু সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সন্দেশ পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি পুরাণ ও বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্য থেকে শিশুদের উপযোগী করে সরল বাংলায় তা' প্রকাশ করেন। রবীন হুড্ (১৯১৪), ওডিসিয়ুস্ (১৯১৫), ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৯১৭), কথাসরিৎসাগর, পুরাণের গল্প, ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'আশর্স্য

দ্বীপ' তাঁর একটি অসামান্য অনুবাদ গ্রন্থ। ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড় রূপে সে যুগে অনেক বিখ্যাত খেলায় তিনি অংশ গ্রহন করেন।

প্রমদারঞ্জন রায় --- ভারত সরকারের বন বিভাগের একজন আধিকারিকের পদে তখনকার শ্যাম, ব্রহ্মদেশ সমেত ভ ারতের নানা দুর্গম অঞ্চলে কাজে নিযুক্ত ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের প্রেরণায় তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা 'বনের খবর' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে সন্দেশ পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করে। তিনি অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন। সময় পেলেই ক্রিকেট খেলতেন, যখন যেখানে থেকেছেন। প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদার তাঁর কন্যা।

মৃণালিনী --গিরিবালা ও ষোড়শী (স্বল্পায়ুর)-র র কালীনাথের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ হয় প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা ব্যারিষ্টার শিক্ষাবিদ আনন্দ মোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। হেমেন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত এইচ বোস এণ্ড কোম্পানী পারফিফউমার্সের কেশ তৈল ''কুন্তলীন'' ও এসেন্স ''দেলখোশ'' একসময় সারা ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মৃণালিনীর নয় পুত্র, পাঁচ কন্যা। খ্যাতনামা খেলোয়াড় কার্তিক বোস ও গণেশ বোস তাঁর পুত্রদের অন্যতম। গ্র ামোফোন ও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গীত শিল্পী মালতী ঘোষাল মৃণালিনীর কন্যা।

উপেন্দ্রকিশোরের তিন পুত্র ও তিন কন্যা কমবেশী সকলে প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

সুকুমার রায় --- জন্ম ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৩ কার্ত্তিক (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) কলকাতায়। ২৩, র্কনওয়ালিশ স্ট্রিটের লাহ াদের প্রকাণ্ড লাল বাড়িতে তখন কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার বাস করতেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সুকুমার রায়ের মাতামহ প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ও ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর বিদুষী পত্নী প্রথম ভারতীয় বিদেশী ডিগ্রীধারী মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। উপেন্দ্রকিশোরও এই বাড়িতে কয়েকটি ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। এখ ানেই সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল, সুখলতা ও পুণ্যলতার জন্ম হয়। সুকুমার লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সিটি স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে ডাবল অনার্স সহ বি. এস . সি পাশের পর গুপ্রসন্ন বৃত্তি পেয়ে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলোকচিত্র ও ছাপাখানার প্রযুক্তি বিদ্যার উচচ শিক্ষার্থে লণ্ডন যান। দু' বছর সে দেশে থেকে লণ্ডনের ও ম্যানচেষ্টারের এল. সি. সি. স্কুল অব ফটো এনগ্রেভার্স এণ্ড লিথোগ্রাফীর বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ১৯১৩-র শেষাশেষি দেশে ফিরে পিতার প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এণ্ড সন্সে (ভ ারতের তৎকালীন সর্বাধুনিক ও সর্বপ্রথম) হাফটোন ছবি ছাপার সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয় হাতে নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর যখন মারা যান তখন সুকুমারের বয়স মাত্র আঠাশ বছর। ঐ বয়সেই ইউ. রায় এণ্ড সন্স সহ পারিবারিক সকল ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য ব্যবসায়ের কাজে সুবিনয় তাঁতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী দেখতে গিয়ে কালাজ্বর রোগ নিয়ে কোলকাতা ফেরেন ও পিতার মতই এমন রোগে মারা গেলেন, যা'তে আজ আর কেউ মরেন না। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় প্রায় আড়াই বছর তিনি যে নিষ্ঠা ও দক্ষতা দিয়ে 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন তার কোন তুলনা হয় না। স্বল্পকালীন জীবনে তিনি বিভিন্ন লেখায় ও আঁকায় বাঙলাদেশের শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচনাবলীকে কয়েকটি ভ াগে ভাগ করা যায় -- কাব্য, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ। কাব্যঃ আবোল তাবোল, খাই খাই। নাটক ঃ অবাক জলপান, ঝাল াপালা, লক্ষণের শক্তিশেল, হিংসুটি, ভাবুক সভা, চলচিত্তচঞ্চরী ও শব্দকল্পদ্রুম। প্রবন্ধ ঃ বর্ণামালাতত্ত্ব, অতীতের ছবি প্রভৃতি। গল্প ঃ হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী ও হেসোরামের ডায়েরী। এ ছাড়াও আছে কিছু গুগম্ভীর প্রবন্ধ, যা' ছড়িয়ে আছে অনেক দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকায়। তাঁর প্রখর কল্পনা শক্তি ও রসিক মনের অপরূপ ভাষায় লেখা রচনার সঙ্গে আঁকা ছবিগুলিও অতুলনীয়। সুগায়ক ও সু- অভিনেতা রূপেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন।

সুবিনয় রায় -- বিজ্ঞানে স্নাতক ছিলেন। বাংলায় ছোটদের জন্যে বিজ্ঞানভিত্তিক লেখায় এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর বিজ্ঞানজিজ্ঞাসামূলক লেখাগুলি উপেন্দ্রকিশোর প্রবর্তিত রচনাগুলির উত্তরসূরি বা পরিণতি বলা চলে। ১৯২৩ খ্রীষ্ট াব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুকুমারেরমৃত্যুর পর ইড. রায় এণ্ড সন্স তথা সন্দেশ পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষরক্ষাকরা তাঁর পক্ষে নানা কারণে সম্ভব হয়নি। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইউ . রায় এণ্ড সন্স ও সন্দেশ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১০০ নম্বর গড়পার রোডের সেই বিশাল বাড়ি,প্রেস সবই বিক্রী হয়ে যায়। স্বাধীনচেতা সুবিনয় সরকারী

চাকরি করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে নানা রচনা দ্বারা সমৃদ্ধকরেন। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে তিনিও মারা যান।

সুবিমল রায় -- সুকুমার ও সুবিনয়ের অনুজ ছিলেন। বেশী না হলেও সন্দেশ, মুকুল ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় তাঁর অনেকমজার মজার রচনা প্রকাসিত হয়। তাঁর আঁকা চিত্রগুলিও শিশুমনকে আকৃষ্ট করেছে। উপেন্দ্রকিশোর সব ছেলেমেয়েদের নিজে হাতে আঁকতে ও লিখতে শিখিয়েছিলেন যা' কাল ক্রমে তাঁদের বংশধারা ও প্রতিভার স্পর্শে এক একটি উজ্জ্বল হীরক খণ্ডে পরিণত হয়।

সুখলতা রাও -- জন্ম ১৮৮৬ মৃত্যু -- ১৯৬৯। কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯০৭খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ওড়িষার ডাঃ জয়ন্ত রাও, এফ. আর. সি. এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজসেবায় ব্রতী হয়ে কাইজার-ই-হিন্দ্ পদক পান। বাংলা ও ইংরাজি মিলিয়ে মোট কুড়িটি গ্রন্থ রচনা করেন। লালিভুলিরদেশে, পথের আলো, নানা দেশের রূপ কথা, নতুন ছড়া, নিজে পড় নিজে শেখো, খেলার পড়া, New Steps, ঈশপের গল্প, আরো গল্প, নীরেট গুর কাহিনী, হিতোপদেশের গল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী ---জন্ম ১৮৯০। মৃ-ত্যু -- ১৯৭৪। সুখলতার মত ইনিও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে পড়েন।বিহার একজিকিউটিভ সার্ভিসের অণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইনিও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বনামধন্যা কল্যাণী কার্লেকার ও নলিনী দাশ তাঁর কন্যা।

শান্তিলতা -- সর্বকনিষ্ঠা সন্তান ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুকুমার রায়ের বিবাহের কয়েক দিন পরেই তাঁর বিবাহ হয়। শান্তিলতা স্বল্পায়ু ছিলেন। সঙ্গীতে ও চিত্রাঙ্গনে তাঁর দক্ষতা ছিল। ছোটদের জন্যে ইনিও কিছু কিছু মিষ্টি ছড়া, গল্প লিখেছিলেন।

লীলা মজুমদার -- জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮ কলকাতায় জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের ১০০ নম্বর গড়পাড় রোডের বাড়িতে। পিতা প্রমদারঞ্জন ভারত সরকারের বন বিভাগে কাজ করতেন, সেই সূত্রে ছেলে বেলা কেটেছে শিলঙ পাহাড়ে। ১৯২০ থেকে কোলকাতায়। বি. এ. অনার্স ও এম. এ. দুই পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন দার্জিলিংয়ে, শান্তিনিকেতনে ও কলকাতার আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগে। সারা জীবনই সাহিত্যচর্চায় ব্রতী। কিছুকাল বেতার প্রয়োজক ছিলেন। গত ২০ বছরের ওপর নব পর্যায়ে সন্দেশ, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন। তিনি ছোটদের ও বড়দের জন্যে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন ও বহু পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, লীলা পুরস্কার ও ভারতীয় শিশু সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি।

সত্যজিৎ রায় --- জন্ম ২ মে, ১৯২১। সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ পড়াশুনো করেন বালীগঞ্জ গর্ভনমেন্ট স্কুল ওপ্রেসিজেন্সী কলেজে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন বিজয়া দাসকে। কর্মজীবনে চলচিচত্র পরিচালনার আগে ১৯৪৩-১৯৫০ পর্যন্ত ভিস্যুয়ালাইজার পদে ও ১৯৫০-৫২ পর্যন্ত আর্ট ডিরেকটার পদে নিযুক্ত ছিলেন মেসার্স ডি. জে. কেমার এণ্ড কোং এর সঙ্গে। প্রথম চলচিচত্র পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী', যা' ভারতীয় চলচিচত্রকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে ও আন্তর্জাতিক 'কান ফেষ্টিভ্যালের বিশেষ পুরস্কার (১৯৫৬) সানফ্রান্সিসকো সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (১৯৫৭) এনে দেয়। পরবর্তী ছবি 'অপরাজিত' ভেনিস গ্রাণ্ড প্রিক্স (১৯৫৭) এ সর্বশ্রেষ্ঠ চলচিচত্র রূপে পুরস্কৃত হয়। ঐ বছরেই সানফ্রানসিসকোতে অনুষ্ঠিত চলচিচত্র উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে পুরস্কৃত হন। জলসাঘর (১৯৫৮) দেবী (১৯৫৯) অপুর সংসার (১৯৫৯) --- সেলজানিক পুরস্কার, সুথারল্যাণ্ড ট্রফি ১৯৬০-এ পান। তিনকন্যা (১৯৬১), কাঞ্চনজঙঘা (১৯৬২), টু ডটারস (১৯৬৩), মহানগর (১৯৬৪), চালতা (১৯৬৪), কাপুষ ও মহাপুষ (১৯৬৫), নায়ক (১৯৬৫) গুপীগাইন ও বাঘাবাইন (১৯৬৮), অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৬৯), প্রতিদ্বন্দী (১৯৭০), কোম্পানী লিমিটেড ঃ সীমাবদ্ধ (১৯৭১), অশনি সংকেত (১৯৭৩)--- (বার্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে পুরস্কৃত), সোনার কেল্লা (১৯৭৪), দি মিড্লম্যান, ঃ জনঅরন্য (১৯৭৫), সতরঞ্জ কি

খিলাড়ী (১৯৭৭), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলির অন্যতম। সত্যজিতের বিশ্ব চলচ্চিত্রে এই অসামান্য অবদানের জন্যে লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব আর্ট তাঁকেD. Litt (সম্মানিত) উপাধিতে ভূষিত করে (১৯৭৪)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ D. Litt উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন (১৯৭৮)। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ই অনুরূপ সম্মানে ভূষিত করেন তাঁকে। বাংলা পুস্তক প্রচ্ছদ অঙ্কনে পঞ্চাশের দশক থেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর তিনি। ছোটদের জন্যে বিস্তর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফেলুদার কাহিনী ছোট বড় সবায়েরই প্রিয়। ১৯৬১ থেকে নব পর্যায় ''সন্দেশ'' যুগ্মভাবে লীলা মজুমদারের সঙ্গে সম্পাদনায়ও তাঁর প্রতিভারস্বাক্ষর সুস্পষ্ট। শত কাজের মাঝেও যুগ্মাভের রাষ্ট্রীয় পতাকার নক্সা, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, আর্ট সেন্টার (নারায়ণপুর), নন্দন এর উপদেষ্টা। এককথায় আজকের বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের এক অন্যতম প্রধান নাম সত্যজিৎ রায়।

এই মহান পরিবারের কথা সম্পূর্ণভাবে লিখতে গেলে অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে, তবু শেষ হবে না। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে সুপ্রভা দেবীকে পাঠিয়ে ছিলেন---

''শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিলে, আগুন হয়ে জ্বলবে।''

কল্যাণী কার্লেকারের ভাষায়, ''আগুন ছিল এই পরিবারে; তাই যে সব গুপ্ত আঘাতে তরী ডুবে ছিল, সেটা ইতিহাস নয় -- ঝড়ে, জলে অবিচলিত প্রতিভার দীপশিখাই সত্য।''